## আলেমদের রাজাকার হিসেবে ভূমিকা ও তাদের বিচার প্রসঙ্গ

মোঃ রহমতৃল্লাহ,কোম্পানী কমান্ডার, ১১ নং সেক্টর ,১৯৭১। অনুলিখন: নুরুজ্জামান মানিক

শিশুকাল থেকেই ধর্মের প্রতি অনুরাগ ছিল আমার, প্রতিদিন সকালে কোরআন পড়াছিল নিয়মিত। আমাদের স্কুলের আরবী শিক্ষক dRj i ingvb সাহেব খুব পরহেজগার আলেম ছিলেন। তিনি জামাতে ইসলামীর সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তৎকালিন জাহানে নও পত্রিকা বগলে করে বিতরণ করতেন। তখন আমার রাজনৈতিক চেতনা ছিল না বা রাজনীতি বুঝার জ্ঞান হয়নি। qw³ht×i mgg tmB kt×q Aviex wk¶K dRjvi inqvb RvqvtZ Bmjvqxi tkictii bvtqte Awqi ntq eZ@vb RvgvţZi mnKvix tmtµUvix Avj e`i Kvgi"RvgvbţK w`tq AmsL" qvbl nZ"v KţiţQb এবং শেরপুর পাক হানাদার বাহিনীর ক্যাম্পে আওয়ামী লীগের নেতা সমর্থকদের হত্যার পরামর্শ দিয়ে লিখিত তালিকা পেশ করেছিলেন বলে শুনেছি। তিনি শেরপুরের অন্যতম ক্ষমতাধর ব্যক্তি এবং মানুষ হত্যাকারী হিসেবে চিহ্নিত। শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি এবং ইসলাম প্রচারক আলেম হয়ে মানুষ হত্যা করায়; ভারত থেকেই তার প্রতি আমার চরম ঘূণা জিন্মল। মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার হিসেবে তাকে ধরার জন্যে বহুচেষ্টা করেও ধরতে পারিনি। যদি আমার হাতে ধরা পরতো তবে ঘূণিত ব্যক্তি হিসেবে তাকে আমি কি শাস্তি দিতাম তা হয়ত কল্পনাও করতে পারতো না। অথচ স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ সরকার তারমত ঘূণীত এবং খুনি ব্যক্তিদেরও সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলো। শেখ মুজিবের ঘোষনায় দেশের মানুষ হতবাগ।

৭ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল। জামালপুর মুক্ত করে কামাল খান মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা আলবদর বাহিনীর প্রধান বহু মানুষ হত্যাকারী, ধনসম্পদ লুটকারী Avãi 🖛 Beth dRti i বাড়ী ও মাদ্রাসা ঘেরাও করলাম। তিনি পলাতক। লুটের মাল উদ্ধার করে জামালপুরের এস ডি ও এর হেফাজতে দিলাম। আমাকে এস ডি ও সাহেব প্রশংসা করলেন এবং মাল্য দান করলেন। সরকারের সাধারণ ক্ষমার আওতায় খুনী Awe`ij 🖛 Be‡b dRj (eZিgvtb tevgwevR ইসলামী জঙ্গিপ্রধান kvgL Ave`i ingvtbi wcZv) এর tKvb kwr⁻-tctZ nti v bv ।

১৯৬৬ সাল। তখন আমি ময়মনসিংহ আনন্দ মোহন কলেজের ছাত্র। কলেজের ক্লাশ শেষে বড় মসজিদে নামাজ আদায় করতাম। ইমাম সাহেব মুসল্লীদের ইসলাম শান্তি ধর্মের বয়ান করতেন। তার মুখের বয়ান শুনে আমি মুঞ্জ। যতদিন ময়মনসিংহ ছিলাম ততদিন জ্রমার নামাজ সেই ইমামের সহিত আদায় করে নেক্কার হয়েছিলাম বলে বিশ্বাস। বড় মসজিদের দু'তলা, তিন তলার উন্নয়নের কাজ শুরু হলে ইমাম সাহেব বলতেন "যে একটি ইট বা এক ঝুড়ি বালি এই মসজিদ নির্মাণের কাজে নিচ থেকে উপরে উঠাইবে সে আল্লাহর দয়ার উচ্চাশন বা শ্রেষ্ঠতু অর্জন করবে এবং বেহেস্তবাসী হবে।" আমি অনেকদিন অনেক মাস ইটা বালি দূর থেকে মাথায় করে মসজিদের দৃ'তলা, তিন তলায় উঠায়েছি। মনে হতো ইমাম সাহেবের কথায় আমি বেহেস্ত বাসী ৷ wKš' gw³h‡×i mgg H Bgvg mv‡ne wbR nv‡Z ¯ớaxbZvi c‡¶i eû †j vK‡K nZ¨v K‡i‡Qb e‡j ¨‡bwQ ৷ তারপর ডিসেম্বর মাসের ১৫ তারিখে আমি যখন আমার বাহিনী নিয়ে ময়মনসিংহ পৌছলাম এবং তাকে খোঁজ করলাম সে তখন পলাতক। মানুষ হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারলাম না। মজিব সরকারের সাধারণ ক্ষমা ঘোষনার প্রেক্ষিতে সেই খুনী ইমামের

কোন শাস্তি হলো না।